দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 11 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

৪২

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি

ছাত্র লীগের দু'দলে সংঘর্ষঃ আহত ২

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বৃহস্পতিবারের খণ্ডযুদ্ধের পর গতকাল আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র লীগের কর্মীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ছাত্র লীগ (সু-র) কর্মী বিধান গোস্বামী ছুরিকাহত হয়ে এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সংঘর্ষে সমীর নামে অপর একজন আহত ছাত্রকে প্রাথমিক

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে জগন্নাথ ও জহুরুল হক হল থেকে গতকালও ছাত্রদলের বেশ কয়জন কর্মী-সমর্থককে বের করে দেয়া হয়েছে। এসব ঘটনা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা গতকাল মোটামুটি শান্ত ছিল। তবে আতঙ্কগ্রস্ত ছাত্রদের অনেকেই হল ছেড়ে চলে গেছেন।

গতকাল পৌনে ১১টার দিকে জগন্নাথ হলের পূর্ব বাড়ীতে ছাত্র লীগ (সু-র) কর্মীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে। এই সময় ইংরেজী বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বিধান গোস্বামী নিজের দলের সমর্থকদের হাতেই ছুরিকাহত হন। তাকে মারাত্মক আহতাবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছাত্র লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে সংঘটিত এই সংঘর্ষে গণিত বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র সমীর কুমারসহ বেশ কয়জন ছাত্র আহত হন। জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্র লীগ (সু-র)-এর দু'জন নেতা একই পদে (একজন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্যানেলে অন্যজন স্বতন্ত্র হিসেবে) নির্বাচন করেন। বিধান গোস্বামীসহ ছাত্র লীগ (সু-র) কর্মীদের একটি অংশ স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিলে অপর পক্ষ ক্ষুব্ধ হয়।

গতকাল এরই জের হিসেবে বিক্ষুব্ধ একটি দল অতর্কিতে বিধানকে ছুরিকাহত করলে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। গতকাল রাতে জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান যে, বিধান গোস্বামীর আঘাত মারাত্মক হলেও তার অবস্থা উন্নতির দিকে।

অপরদিকে গুলীতে নিহত কফিলউদ্দিন কনকের লাশ গতকাল তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। লাশ বাড়ীতে পাঠানোর আগে তেজগাঁয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে গায়েবানা জানাজায় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নানসহ ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন অভিযোগ করেন যে, জগন্নাথ ও জহুরুল হল থেকে ছাত্র দলের কর্মী-সমর্থকদের গতকালও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সশস্ত্র সমর্থকগণ জোর করে বের করে দিয়েছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করেননি বলে তিনি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ না দিলেও ক্লাস স্থগিত ঘোষণা করেছেন। বিরাজমান পরিস্থিতিতে আতঙ্কগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই হল ছেড়ে চলে গেছে।